তারিখ ... 24 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

ছাত্রী লাঞ্ছনার প্রতিবাদ

এমন শিক্ষকই তো চাই

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যেতে বাধা থাকার কথা নয়। কোনো বিধিনিষেধ থাকলেও সেটা বলবৎ করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর অর্পিত হয়নি। শনিবার সমকালে 'জাবিতে ঢাবি ছাত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে শিক্ষক লাঞ্ছিত' শিরোনামের খবরটি আমাদের উদ্বিগ্ন করে। খবরে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষার্থী শুক্রবার ওই ক্যাম্পাসে গেলে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। এ সময়ে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মোজাহেদুল ইসলাম এগিয়ে এলে তাকেও অপদস্থ করা হয়। এ শিক্ষক তার দায়িত্ব পালন করেছেন। এমন ব্যক্তিই তো আদর্শ হিসেবে সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। ছাত্রলীগ কিংবা অন্য কোনো ছাত্র সংগঠনের কাছেও এমন আচরণই কাম্য ছিল। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের যে গৌরবের অধ্যায়ের কথা বলি, তা গড়ে উঠেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করার কারণে। এ ঘটনা জানার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং ছাত্রলীগের একজন নেতা যে অভিমত দিয়েছেন, তাতে আদৌ দায়িত্বশীলতার পরিচয় মেলে না। প্রক্টর 'অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা গ্রহণ'-এর কথা বলেছেন। আর ছাত্রলীগের সহসভাপতি আরিফুল ইসলাম বলেছেন, 'স্যার তাদের (সন্ত্রাসীদের) গালি দেওয়ায় স্যারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীকে ক্যাম্পাসে লাঞ্ছিত হতে দেখলে একজন শিক্ষকের যা করা উচিত তিনি সেটাই করেছেন। তিনি তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের বকাঝকা করেছেন। এ জন্য অপমানিত হয়েছেন। আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দোষীদের কঠোর শাস্তি দেবে এবং এ ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করবে না। এ ধরনের একজন শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে থাকলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। শুধু নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নয়, সর্বত্র ছাত্রছাত্রীরা তাকে প্রেরণাদাতা হিসেবে গণ্য করে; উচ্চ আসনে বসায়। দেশের অগ্রণী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব এ শিক্ষকের আচরণ থেকে শিক্ষা নিলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।